অপারেশন ক্লিনহার্ট ঃ কিছু প্রশ্ন

- জিয়াউদ্দিন

১৭ ই অক্টোবর ২০০২ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর একক সিদ্ধান্তে সারাদেশে ৪৪,০০০ সেনা মোতায়েন করা হয়, যার সম্পর্কে কোন পরিস্কার ধারনা এখনও বাংলাদেশের মানুষ পায়নি। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত প্রকাশিত হচ্ছে । সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সংস্থা তাদের মনমতো ব্যাখ্যা দিচ্ছে, এর কারন হতে পারে পুরো অভিযানটি হচ্ছে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যা সরকারী মহলের অধিকাংশ অন্ধকারে আছে । এখানে সরকারী দল যা করছে তা হচ্ছে অতীতকে টেনে আনা। প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এ প্রসংগে ১৯৭৪ সালে সেনা মোতায়েন করার বিষয়টি এনে এবারের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমানের চেষ্টা করেন । অতীতে হয়ে থাকলেই সবকাজ ন্যায় সংগত হয়ে যায় না, যেমন ১৯৭১ সালের বুদ্ধিজীবি হত্যা হয়েছে এ উদাহরন থেকে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পিটানো জায়েজ করা যায় না।

কেন সেনা মোতায়েন করা হলো তা সম্পর্কে মানুষ প্রশ্ন করার অবকাশ পাচ্ছে না, কারন মানুষের জীবনে কিছুটা হলেও সস্তি নেমে এসেছে । কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসর ধরে ২ জন মন্ত্রী, বিশাল পুলিশ বাহিনী কি করলো সরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, যার জন্যে আজ এ অবস্থা । তার জবাব দেবার নামে যে নাটক করা হলো, তাতে তাদের দৈন্যদশাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে ? তবে এ সত্যটা আবারো প্রমানিত হলো, মুখে গনতন্ত্রে -র কথা বল্লেও মানসিকতায় এখনও বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলি "মুখে শেখ ফরিদ, বগলে ইট" অবস্থায়ই আছে ।

নিবাচনের সময় সন্ত্রাসী ব্যবহার করবেন, তারপর তাদের বলবেন ভাল হয়ে যেতে, এ কেমন করে হয় । সন্ত্রাসীদের কমিশনার বানাবেন, পুলিশ দেবেন তাদের রক্ষার জন্যে আবার সেনা দিয়ে তাদের আটক করবেন । ইচ্ছা মতো ৫৪ ধারা, ইচ্ছা মতো ছেড়ে দেওয়া, এ যেন ভানুমতির খেলা। এ থেকে আর যা হোক, জবাবদিহিতার কোন মনোভাব দেখা যায় না। আর সচ্ছতা - সেতো সোনার পাথর বাটি। খালেক তালুকদারের আটক নিয়ে যে নাটক হলো তাতে দেশ কে চালাচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় । একটা নির্বাচিত সরকার যখন বিনা বিচারে মানুষ মারার লাইসেন্স দেয়, তখন তাকে আর যাই হোক মানুষের সরকার বলা যায় না।

এ পর্যন্ত ২০ জন নিহত হয়েছে সেনা নির্যাতনে, যার জন্যে জবাবদিহিতার জন্যে কাহাকেও দাড়াতে হযনি । ডেইলী ষ্টারের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, মৃত ২০ জনের মধ্যে ১৪ জনের নামে কোন অভিযোগ ছিলো না। এ দায় থেকে নির্বাচিত সরকার কি ভাবে মুক্তি পাবেন ? এ প্রসংগে ব্যারিষ্টার মন্ত্রী নাজমুল হুদা বিবিসিকে বলেন - জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সামান্য ক্ষতি মেনে নিতে হবে। কি অদ্ভুদ যুক্তি! দয়া করে একবার একজন মৃত ব্যাক্তির স্থলে আপনাকে কল্পনা করুন, সেটা লেবু মিয়া না হয়ে যদি নাজমুল হুদা হয়, তবেও কি সেটা হবে সামান্য ক্ষতি? বাংলাদেশের মানুয়ের নিয়তির পরিহাস যে, এ ধরনের বিবেকহীন মানুষ তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং দেবে ।

গত ৫ নভেম্বর পুলিশ সেনাবাহিনী থেকে এক ধাপ উপরে উঠে এসেছে । ২০ দিন অভিযানের পর যখন সেনাবাহিনী কোন শীর্ষ সন্ত্রাসী ধরতে ব্যর্থ হচ্ছিল, ঠিক তখনই বিমানের ভিতর থেকে পলায়নপর একজন কথিত সন্ত্রসীকে ধরে বীরত্বের পরিচয় দেয় । তারা এখানেই থেমে থাকেনি। ধরার ৮ ঘন্টার মধ্যে ঐ সন্ত্রাসীকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেয়। পত্রিকা ছবিতে দেখা যায় হাতে হাতকড়া ও চোখ বাঁধা অবস্থা পুলিশ তাকে নেয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থায় পুলিশের দাবী দৌড়ে পালানোর সময় তার পায়ে গুলি করার কারনে তার মৃত্য হয় । বিবিসি সাথে সাক্ষাৎকারে মহানগরীর পুলিশ প্রধান দাবী করেন, ঐ মৃত সন্ত্রাসীর সমস্ত কার্যকলাপ তাদের জানা, সুতরাং তার মৃত্যু হলে কোন অসুবিধা নেই । প্রশ্ন আসে যদি পুলিশ সবই জানে, তবে আগে তাকে ধরেনি কেন? অবশ্য পুলিশ প্রধান না বল্লেও সবাই জানে পুলিশে সাথে সন্ত্রাসীদের সাথে কি সম্পর্ক । এখন পুলিশ প্রধানের দাবীর প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসীদের পিছনে না ছুটে, তাকে গ্রেফতার করা এবং সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া, সে অনুযায়ী অভিযান চালানো।

প্রশ্ন আসছে এরপর কি? সন্ত্রাসী ধরা পরছে না - নিরপরাধ মানুষ মরছে, বিরোধীদলের নেতারা ৫৪ ধারায় জেলে যাচ্ছেন - সরকারীদলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ধরা পড়লেও বিনা মামলায় ছাড়া পাচ্ছে, পুলিশ সেনাবাহিনীর সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষ মারার প্রতিযোগীতা করছে । সরকার সংসদে ইনডেমনিটি দিয়ে সমস্ত হত্যা - নির্যাতনের ঘটনাকে আইনের উর্দ্ধে নেয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এ কিসের আলামত? মনে হচ্ছে দেশে একটা চিরস্থায়ী সামরিক শাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে । ১৯৭১, ১৯৭৫-৭৮, ১৯৮২ - ৯১ সালের সামরিক শাসনে যাদের জন্ম, যাদের বেড়ে উঠা, সে সমস্ত সুবিধাভোগীরা যখন জোট গঠন করে ক্ষমতায় আসীন, তখন এ আশংকা কি খুবই অমূলক ?

নভেম্বর ০৫, ২০০২ , টরন্টো , কানাডা